গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. নাহিদ রশীদ, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	২৭ ডিসেম্বর ২০২৩, বেলা ১১.৩০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করা হয় এবং এসকল প্রতিশ্রুতির সাথে সরকারের পূর্বের মেয়াদ এবং বর্তমান মেয়াদেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব জনাব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল, গত ২৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০৬ (ছয়) টি প্রতিশ্রুতি নিম্নরূপ:

ক্র. নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ	ঘোষণার সময়কাল	বাস্তবায়ন সময়কাল	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	সিরাজগঞ্জে সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।	০৯-০৪-২০১১	জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
২.	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।	০৯-০৪-২০১১	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
৩.	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ (জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প)।	২১-০৭-২০১০	জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	রাজস্বখাত হতে বর্তমানে কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৪.	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগীর হ্যাচারি স্থাপন।	০৩-০৫-২০১০	অক্টোবর,২০১১ হতে জুন,২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
৫.	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ।	২৭-০৪-২০১০	১৬/০৯/২০১৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	চলমান রয়েছে
৬.	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান।	৩০-০৭-২০০৯	২০১২-১৩ অর্থবছরে হতে অদ্যাবধি	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	চলমান রয়েছে

এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন সময়ে নিম্নরুপ নির্দেশনাসমূহ প্রদান করেন। যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হয়েছে:

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	প্রশাসন-১ অধিশাখার উপসচিব সভায় জানান যে, এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার অংশগ্রহণে সুবিধাজনক সময়ে একটি কর্মশালা প্রশাসন-৩ অধিশাখা হতে আয়োজন করা যেতে পারে।	সকল দপ্তর/ সংস্থার অংশগ্রহণে একটি কর্মশালার দ্রুত আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প কর্মকর্তা এবং দপ্তর/সংস্থা
২.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পের যাচাই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। খ) হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে জলমহাল নীতিমালা, ২০০৯ অনুসারে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) হাওর অঞ্চলে মৎস্য চাষের বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয়-এর সাথে সমন্বয় অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রপ্তানি করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর প্রায় ৫০টিরও অধিক দেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে সৌদি আরব উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ৩৪টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে Wild Catch মৎস্য পণ্য রপ্তানির জন্য Saudi Food and Drug Authority (SFDA) কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে মৎস্য পণ্য রপ্তানি করছে। • বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত মৎস্যজাত পণ্যের প্রায় ৭০% ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টস। পাঙ্গাস, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ কাটামুক্ত করে বিভিন্ন ফিশ প্রসেসিং প্লান্টে ফিশ ফিলেট তৈরি করে রপ্তানি করা হচ্ছে এবং স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করছে। ফিশ ফিলেট ও অন্যান্য ভ্যালু এ্যাডেড ফিশ প্রোডাক্ট রপ্তানি অধিকতর বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিকারকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানাসমূহকে ফিশ প্রসেসিং এর মাধ্যমে ফিশ ফিলেট ও অন্যান্য ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করে রপ্তানি করার পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। • চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত সৌদি আরবসহ অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে মোট ১,০০০.৯১ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। তন্মধ্যে সৌদি আরবে ৩১৮.১৩ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে।	ক) কাঁটাযুক্ত মাছ ফিস প্রসেসিং-এর মাধ্যমে কাঁটামুক্ত করে সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশসমূহে রপ্তানির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। খ) সৌদি আরবসহ মুসলিম অন্যান্য দেশসমূহ মাংস রপ্তানি কার্যক্রম চলমান রাখা এবং মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী গরুর মাংসের চাহিদা যাচাই করে বেশি করে রপ্তানি কার্যক্রম গ্রহণ। গ) সৌদি আরবে মাংস রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রাস/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

		মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, কুয়েত এবং মালদ্বীপে মাংস রপ্তানি চলমান আছে। সৌদি আরবে মাংস রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে ইপিডেমিওলজি ইউনিট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কার্যক্রম গ্রহণ শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং ল্যবরেটরি সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ইপিডেমিওলজি ইউনিটের প্রতিবেদন Food and Agriculture Organization-Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (FAO-ECTAD), Bangladesh-এর নিকট দাখিল করা হয়েছে। FAO-ECTAD-এর প্রতিবেদন পাওয়া গেলে Saudi Food and Drug Authority (SFDA) বরাবর মাংস রপ্তানীর জন্য পূন:রায় আবেদন দাখিল করা হবে।		
৪.	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তর হতে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে আমদানিকারক দেশের মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চাহিদা ও অন্যান্য কম্প্ল্যায়েন্স বিষয়ে নিয়মিত পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট প্রস্তুতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং উক্ত ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট রপ্তানিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) সভায় জানান যে, বেসরকারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের আওতাধীন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, কক্সবাজার এর মাধ্যমে যথাক্রমে ১২(বার) জন এবং ০৮(আট) জন রপ্তানিকারক/ব্যবসায়ীকে রপ্তানীযোগ্য মাছের সংরক্ষণ ও হিমায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বর্তমানে বর্ণিত কেন্দ্র ০২টি'র সংরক্ষণ ক্ষমতা যথাক্রমে ৪৫০ টন ও ১০০ টন এবং হিমায়ন ক্ষমতা দৈনিক ৮ টন ও ৬ টন। অধিক সংখ্যক বেসরকারী উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভূক্তকরণের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, কক্সবাজার কর্তৃক ২২,০৭৪ মেঃ টন (নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) মাছ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • ২০২৩-২৪ অর্থবছরেরে নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্তাবধানে ৭৪.৯২ কোটি টাকার প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। • প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি সহজতর করতে এবং বেসরকারি রপ্তানিকারকগণকে আগ্রহী করতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন ট্রেড উইং এবং USDA (United States Department of Agriculture) এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন BTF (Bangladesh Trade Facilitation) প্রকল্পের আওতায় রপ্তানী ইস্যুতে comlience অর্জনের কার্যক্রম চলমান আছে। রপ্তানীপণ্যসমূহের উৎপাদনস্তরে Good Livestock Production Practice (GLPP) নিশ্চিত	ক) বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খ) প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব(মৎস্য/ প্রাস) চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

		করার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নাধীন। Epidemiology Unit এর মাধ্যমে Disease Surveillence কার্যক্রম জোরদারকরনের লক্ষ্যে কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনসমূহ, কেন্দ্রিয় এবং আঞ্চলিক ল্যাবসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের কাজ চলমান। এছাড়া, Disease Reporting Systerm এর Automotion এর কাজ চলমান।		
৫.	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করে গবাদিপশুর জেনেটিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে উচ্চ জেনেটিক মেরিট সম্পন্ন প্রায় ২০৪ টি ব্রিডিং বুল উৎপাদিত আছে। এ সকল বুলের সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন করানোর উদ্দেশ্যে নভেম্বর /২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ১৮.৫৫ লক্ষ ডোজ তরল এবং হিমায়িত সিমেন উৎপাদনের মাধমে ১৪.৩৮ লক্ষ কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয়েছে এবং এ সময়ে ৬.৬০ লক্ষ বাচ্চা জন্ম নিয়েছে। • এছাড়া, গাভী ও মহিষের জাত উন্নয়নে অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে "কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন" (৩য় পর্যায়) ও "মহিষ উন্নয়ন" (২য় পর্যায়) নামে দুটি প্রকল্প চলমান আছে। • প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের "সমন্বিত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রডিউসার গ্রুপসমূহ এবং ব্যাক্তি উদ্যোক্তা পর্যায়ে Value added পণ্য তৈরী ও বাজারজাতকরণে ম্যাচিং গ্র্যান্ট প্রদান করা হচ্ছে। • "দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রুভেন বুল তৈরী" প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন। • "মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পে"র যাচাই সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পূনর্গঠনের কাজ চলমান। National Technical Regulatory Committee (NTRC)-কমিটির সদস্য সংশোধন হওয়া প্রয়োজন মর্মে সচিব মহোদয় সভায় উল্লেখ করেন। কমিটিতে প্রাইভেট সেক্টরের বেশি সদস্য যেন অন্তর্ভুক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।	ক) দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং Value added পণ্য তৈরী করতে হবে। খ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই-এর সমন্বয়ে National Technical Regulatory Committee (NTRC)-কমিটির অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। গ) National Technical Regulatory Committee (NTRC)-কমিটির সদস্য সংশোধন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই
		মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ভবিষ্যতে ব্যবহারের লক্ষ্যে উন্নত কৌলিক বৈশিষ্ট্যের ষাঁড়/পাঁঠার বীজ সংগ্রহ করার নিমিত্ত সিমেন ব্যাংক তৈরী করা হচ্ছে। মহিষের ১১ টি প্রকল্প এলাকায় খামারী পর্যায়ে মোট ৪৮,৫৮০ টি মহিষ সনাক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৫০ জন করে মোট ৫৫০ মহিষ পালনকারী খামারীকে বিজ্ঞানভিত্তিক মহিষ পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।		

৬.	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে আহরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ● "গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৩ (তিন)টি লং লাইন পদ্ধতির জলযান (ফিশিং বোট, ফিশিং গিয়ারসহ) ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ● জলযান সরবরাহকারীর অনুকূলে ঋণপত্র (এলসি) খোলা হয়েছে। চুক্তি অনুসারে আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে ০২টি জলযান সরবরাহ করা হবে মর্মে জলযান সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অবহিত করেছে। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সভায় জানান যে, 'গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সক্ষমতা অর্জন, সংরক্ষণ ও বিপণন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) থেকে প্রাপ্ত আর্থিক প্রস্তাবনার আলোকে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে, যা অতি শীঘ্রই প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(ক) ০২টি জলযান দ্রুত নিয়ে আসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) গৃহীত 'গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সক্ষমতা অর্জন, সংরক্ষণ ও বিপণন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই দ্রুত শেষ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ● প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের "সমন্বিত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন" প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,৫০০ টি প্রডিউসারস গ্রুপ গঠন করা হয়েছে যা সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ● খামার নিবন্ধনের কার্যক্রমে এনআইডি কার্ড আবশ্যক। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১৬৭১ টি দুগ্ধ খামারের নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	বেসরকারি খামার প্রতিষ্ঠার জন্য নিবন্ধনের কার্যক্রমে এনআইডি সংযুক্ত করে খামারীদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৮.	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, "মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প" এর যাচাই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পূনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।	'মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প' এর ডিপিপি পূনর্গঠনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৯.	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, "কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উন্নয়ন ও দেশীয় ভেড়ার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ" প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, অনুশাসনটি বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।	ক) প্রকল্পের প্রস্তাবিত জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। খ) ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই সমন্বিতভাবে	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই

	করে নেয়া যেতে পারে।		প্রয়োজনীয় গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	
১০.	বিদেশে প্রচুর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পরিচালিত বর্তমানে ৩টি ভেড়ার খামার হতে আগ্রহী খামারিগণের মাঝে হ্রাসকৃত মূল্যে ভেড়া বিতরণ করা হয়ে থাকে। প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি সহজতর করতে এবং বেসরকারি রপ্তানিকারকগণকে আগ্রহী করতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন ট্রেড উইং এবং USDA (United States Department of Agriculture) এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন BTF (Bangladesh Trade Facilitation) প্রকল্পের আওতায় রপ্তানী ইস্যুতে comlience অর্জনের কার্যক্রম চলমান আছে। রপ্তানীপণ্যসমূহের উৎপাদনস্তরে Good Livestock Production Practice (GLPP) নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নাধীন। Epidemiology Unit এর মাধ্যমে Disease Surveillence কার্যক্রম জোরদারকরনের লক্ষ্যে কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনসমূহ, কেন্দ্রিয় এবং আঞ্চলিক ল্যাবসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের কাজ চলমান। এছাড়া, Disease Reporting Systerm এর Automotion এর কাজ চলমান।	বিদেশে পিপিআরমুক্ত ভেড়ার মাংস রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১১.	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মোট ০.১৯ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৪৭.১৪ মে.টন কাঁকড়া রপ্তানি করা হয়েছে। • চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মোট ২৩.৮২ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৩,৯৩০.৩৯ মে.টন কাঁকড়া এবং ১১.০৪ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৩,১৭০.৫৯ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। • গণচীনের General Administration of China Customs (GACC) কর্তৃক বাংলাদেশের ৩৪টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে চীনে জীবিত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া রপ্তানির অনুমতি প্রদান করেছে। ৩৪টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চীনে কাঁকড়া, কুঁচিয়া রপ্তানি হচ্ছে। • কুচিয়ার প্রণোদিত প্রজনন এবং চাষ ব্যবস্থার উন্নয়নে অধিকতর গবেষণা প্রয়োজন। এছাড়াও কুচিয়া শিকারে সম্পৃক্ত লোকজনের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষায়িত প্রকল্প গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।	কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। একইসাথে কুচিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
১২.	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত প্রকল্প ও কর্মসূচীর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমসমূহকে "ক্ষুদ্রঋণ নির্দেশিকা ২০১১" এর আওতায় সমন্বিত করে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ১০৮ জন সুফলভোগীর মাঝে সর্বমোট ৮৬ কোটি ২১ লক্ষ টাকা (মূল বিনিয়োগ+পুনঃ বিনিয়োগ) বিতরণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর /২০২৩ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৬৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।	ক্ষুদ্রঋণ ও ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ বিতরণ ও আদায় নীতিমালা অনুযায়ী অব্যাহত রাখাসহ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

	বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে			
১৩.	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, গত ১৯/১১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারের ৭৩ টি পদ এবং নন-ক্যাডার ২৮ টি পদ সৃজনে সুপারিশ করা হয়। বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারের ৭৩ টি পদ সৃজনে গত ২১/১২/২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অপরদিকে নন-ক্যাডার ২৮ টি পদ সৃজনে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। উভয় পদের জি. ও. জারির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	দ্রুত জি.ও. জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ন্যায় যে সকল নির্দেশনাসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান-কে শতভাগ বাস্তবায়ন মর্মে জরুরি ভিত্তিতে প্রতিবেদন দিতে হবে। এরূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।

৫। গত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
১.	দেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ দেশের মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, গত ১৯/১১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারের ৭৩ টি পদ এবং নন-ক্যাডার ২৮ টি পদ সৃজনে সুপারিশ করা হয়। বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারের ৭৩ টি পদ সৃজনে গত ২১/১২/২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অপরদিকে নন-ক্যাডার ২৮ টি পদ সৃজনে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। উভয় পদের জি. ও. জারির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	দ্রুত জি.ও. জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
২.	পরিবেশবান্ধব ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ এবং চিংড়ি চাষিকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর আওতায় উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি ঘেরে পরিকল্পিত পানি প্রবেশ ও নির্গমন উপযোগী করার জন্য খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট অঞ্চলের ৪৩০.৫৪ হেক্টর খাল সংস্কার ও পুন:খনন করার সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৬২.২৪ হেক্টর খাল সংস্কার ও পুন:খনন করা হয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পের আওতায় চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম টেকসই ভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত উপকূলীয় এলাকায় প্রতি ক্লাস্টার এ ২৫ জন চিংড়ি চাষিদের নিয়ে মোট ৩০০ টি চিংড়ি ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। ক্লাস্টারে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাষিদের উত্তম মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে	ক) উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ সংস্কার/পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়-কে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে। খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস/মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

		৯০টি ক্লাস্টারে ৩০ কোটি টাকা ম্যাচিং গ্রান্ট বিতরণ করা হয়েছে। মোট ৩০০টি ক্লাস্টারে ১০০ কোটি টাকা ম্যাচিং গ্রান্ট ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ক্লাস্টারভিত্তিক ই-ট্রেসিবিলিটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সফটওয়ার প্রস্তুতের পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় কোভিডকালীন সময়ের ক্ষতি পুষিয়ে চিংড়ি চাষ কার্যক্রম চলমান রেখে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের মাছ ও চিংড়ি চাষিদের চিংড়ি খাদ্য ও চিংড়ি পোনা (পিএল) কেনা বাবদ ৭৭,৮২৬ জন চাষিকে মোট ৯৯.৭০২৭ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর আওতায় উপকূলীয় জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫৪ কোটি টাকা রিভলভিং ফান্ডের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পাইলটিং করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পটির আওতায় মৎস্যচাষে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডারদের ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে Design to the Access to Finance Mechanism (AFM) প্রস্তুত এবং মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। উক্ত পাইলটিং সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত মৎস্য সেক্টরে ঋণ সহায়তা এবং ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে সার-সংক্ষেপ প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন।	গ) মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে।	
৩.	নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, National Residue Control Plan (NRCP)-এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, গত ১৯/১১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারের ৭৩ টি পদ এবং নন-ক্যাডার ২৮ টি পদ সৃজনে সুপারিশ করা হয়। বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারের ৭৩ টি পদ সৃজনে গত ২১/১২/২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অপরদিকে নন-ক্যাডার ২৮ টি পদ সৃজনে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। উভয় পদের জি. ও. জারির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	দ্রুত জি.ও. জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪.	রুই জাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, অনুমোদিত 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)'	রুই জাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/

	নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, অর্থের সংকুলান ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।	শীর্ষক প্রকল্পে হালদা নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. অভয়াশ্রম পাহারার জন্য ৪০ জন পাহারাদার নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ সরকার কর্তৃক ঘোষিত মৎস্য অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট, অভিযান, সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান আছে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।	এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৬। নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে:

১.	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপত্র ই-টেন্ডারিং ২০১৬ সালের মধ্যে করা যায় তা নিশ্চিতকরণ;
২.	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি;
৩.	মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা;
৪.	গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রদর্শনী চাষকরণ;
৫.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ;
৬.	২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ যাতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে তার জন্য সকলকে একসাথে কাজকরণ;
৭.	এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজন;
৮.	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করা;
৯.	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা;
১০.	দেশের জেলা শহরের পুকুর/ জলাশয়গুলো উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের শর্তাবলী প্রতিপালনসহ একটি যথাযথ দলিল প্রণয়ন করে স্বল্প মেয়াদে যথোপযুক্ত শর্ত আরোপসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতায় লিজ দিয়ে তাঁদের মাধ্যমে পুনঃখনন করে মৎস্য চাষ উপযোগী করে গড়ে তুলা;
১১.	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নির্দিষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করা;
১২.	মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখা;
১৩.	বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করা;
১৪.	ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করা;
১৫.	টেকসইভিত্তিক জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ''ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন'';
১৬.	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির রেণু/পোনা আহরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি পোনা আহরণকারী দরিদ্র জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
১৭.	মৎস্য খাদ্যে স্থানীয়ভাবে আমিষের উৎস বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ;
১৮.	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান;
১৯.	উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করন;
২০.	কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহিত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।

৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. নাহিদ রশীদ)
সচিব